কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

ভূমিকা:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি প্রকল্প এই প্রকল্পটির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও gender-based ভায়োলেন্স প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন, যৌতুক, ইভটিজিং, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকাসক্তি, নারী পাচার, শিশু পাচার, আইনি সহায়তা, HIV-AIDS প্রতিরোধ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এর মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজের ইতিবাচক আনায়ন করার কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় একটি করে সর্বমোট ৪৮৮৩ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে।

ক্লাবের উদ্দেশ্য:

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও gender-based ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এর মধ্য দিয়ে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।

ক্লাবের লক্ষ্য:

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা
- gender-based ভায়োলেন্স বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস করা
- ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের মনোসামাজিক আচারণ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- ক্যারাটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সহ নারী নির্যাতন রোধে কিশোর-কিশোরীদের সক্ষম করে গড়ে তোলা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গাজীপুর

কিশোর-কিশোরী ক্লাব এর সদস্যরা যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে:

১। জন্ম নিবন্ধনের উপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারবে

২। ইভটিজিং এর ক্ষতিকর দিক কি এবং কিভাবে সমাজ থেকে ইভটিজিং দুর করা যায় তা জানতে পারবে।

৩। মাদকের ক্ষতিকর দিক কি?

৪। সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কি কি করতে হবে।

৫। শিশু অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে।

৬। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে

৭। সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দুর করতে হলে কিভাবে এক সাথে কাজ করতে হবে তা জানতে পাবরে।

৮। কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন সৃজনশীল, গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে সংপ্রিক্ত হতে পারবে।

৯। কিশোর-কিশোরীদের মনো-সামাজিক আচারণ, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক তৈরি করা।

১০। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করার সুযোগ পাবে।

১১। জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

১২। শুদ্ধ উচ্চরনের বাংলা ভাষায় কথা বলা।

১৩। কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুখের জড়তা দূর করা।

১৪। কিভাবে নিজেকে সবার সামনে উপস্থাপন করবে তা জানতে পারবে।

১৫। ক্যারাটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাজীপুর

গাজীপুর জেলার তথ্য:

গাজীপুর জেলায় ইউনিয়ন ও পৌরসভাসহ সর্বমোট ৪২টি কিশোর কিশোরী ক্লাব রয়েছে। তার তথ্য নিম্নরুপ:

গাজীপুর জেলাধীন ক্লাব সমূহের তথ্য:

ক্র. নং	উপজেলার নাম	ক্লাব সংখ্যা	মন্তব্য
১	গাজীপুর সদর	০৪ টি	প্রত্যেকটি ক্লাব ১০ জন কিশোর ও ২০ জন কিশোরীর নিয়ে গঠিত।
২	কালিগঞ্জ	০৮ টি	
৩	শ্রীপুর	০৯ টি	
৪	কাপাসিয়া	১১ টি	
৫	কালিয়াকৈর	১০ টি	
	সর্বমোট=	৪২ টি	

ক্লাবের কার্যক্রম:

ক্লাবে বিভিন্ন বিনোদন ও খেলাধুলা সামগ্রী রয়েছে প্রতিটি ক্লাব ১ জন আবৃতি শিক্ষক ও ১ জন সংগীত শিক্ষক এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। একজন জেন্ডার প্রমোটার মাধ্যমে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আন্তঃক্লাব সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছে।

সপ্তাহে ২ দিন ক্লাব কার্যক্রম চলমান। প্রতিদিন ক্লাব শেষে প্রতিটি সদস্যর জন্য পুষ্টিকর নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাজীপুর